প্রথম আলো

তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

২০ বছর ধরে বেতন নেই

জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

কর্তৃপক্ষের অবৈধ বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে জেতার পরও কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের বেগম জামিলা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামীম আখতারের ২০ বছর ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ার ঘটনা শিক্ষা খাতে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

রোববার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, শামীম আখতারকে ১৯৯৬ সালে স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি বরখাস্ত করলে তিনি স্কুল কমিটি ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে মামলা করেন। আদালত বরখাস্তের আদেশ বাতিল করে রায় দিলেও তা মানতে চায়নি স্কুল কমিটি ও শিক্ষা বোর্ড। তারা প্রথমে জজকোর্ট ও পরে হাইকোর্টে আপিল করলে তা খারিজ হয়। কিন্তু এরপরও শামীম আখতার প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিতে গেলে স্কুল কমিটি তাঁকে বাধা দেয়। তখন তিনি হাইকোর্টের আদেশ কার্যকর করার জন্য আবার জজকোর্টে যান। এরপর তিনি স্বপদে যোগ দিতে পারেন এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বকেয়া ও চলতি বেতন-ভাতার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বেতন-ভাতা পরিশোধ না করায় নিম্ন আদালতে মামলা করেন তিনি। কিন্তু সেই মামলা খারিজ হয়। এর বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট ২০১৩ সালে তাঁর সরকারি-বেসরকারি সমুদয় বকেয়া ও চলতি ভাতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেও শামীম আখতার আজ অবধি পাওনা সেই বেতন-ভাতা কিছুই পাননি।

প্রশ্ন হচ্ছে, উচ্চ আদালতের রায়ের পরও কোন ক্ষমতাবলে একটি স্কুল কমিটি একজন প্রধান শিক্ষককে তাঁর স্বপদে বসতে বাধা দেয়? মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরই বা কোন বিবেচনায় একটি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতা আটকে রাখে? স্কুল কমিটি, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এ ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য। প্রধান শিক্ষক শামীম আখতারের সমুদয় পাওনা বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই। আর যাঁদের কারণে এমনটি ঘটেছে, তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।